অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

ঢাকা মঙ্গলবার, ৪ নভেম্বর ২০০৮, ২০ কার্তিক ১৪১৫, ৫ জিলকদ ১৪২৯

যে প্রার্থীই জিতুক যুদ্ধ আরো ছড়িয়ে পড়বে

মেজর জেনারেল (অব.) মনিরুজ্জামান

আমেরিকার এই নির্বাচনে যে প্রার্থীই জিতুক, পৃথিবীতে যুদ্ধ আরো বিস্তার লাভ করবে বলেই আমি মনে করি। তবে বারাক ওবামা জিতলে নিরাপত্তা বিষয়ে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হবে। ওবামা ঘোষণা দিয়েছেন, ইরাক থেকে সৈন্য কমিয়ে আফগানিস্তানে মোতায়েন করা হবে। আমেরিকার মনোযোগ আফগানিস্তানে কেন্দ্রীভূত হলে তা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনকই হবে। পাকিস্তানের 'ফাটা' অঞ্চলে (ফেডারেলি অ্যাডমিনিস্টার্ড ট্রাইবাল এরিয়া-এফএটিএ) লাদেনের সংগঠন আল কায়দা ঘাঁটি গেড়ে আছে এমন কথাও বলেছে আমেরিকা। তাই তালেবান ও আল কায়দাবিরোধী যুদ্ধটাকে তারা আফগানিস্তানের সীমানার বাইরে পাকিস্তানের ওই পার্বত্য এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে দিতে চায়। এর মানে হলো নতুন করে নতুন নতুন এলাকায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে ন্যাটো তথা মার্কিন বাহিনী। ফলে বিপজ্জনক বিস্তার লাভ করবে যুদ্ধ। আমাদের মনে রাখতে হবে, 'ফাটা'য় যুদ্ধ একবার শুরু হয়ে গেলে তা আর সহজে থামবে না। ব্রিটিশরাও ওই অঞ্চল দখলে নেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি পাকিস্তান সরকারেরও ওই অঞ্চলের ওপর তেমন নিয়ন্ত্রণ নেই। স্থানীয় নেতারাই ওই এলাকা নিয়ন্ত্রণ করেন। ভারতের সঙ্গে ডেমোক্র্যাটদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সম্প্রতি আমেরিকার সেনাপ্রধান ভারত সফর করেছেন। শুধু ভারত নয়, দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা নিয়েও তাদের মধ্যে বিশদ আলোচনা হয়েছে। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা ভারতনির্ভর হয়ে পড়বে। এতে বিশ্বরাজনীতি নতুন দিকে মোড় নেবে। ভারতের সঙ্গে তাদের এই সম্পর্ক চীনের জন্য সুখকর হবে না। তাই চীনের মনোভাব দেখতে হবে, বুঝতে হবে। সার্বক্ষণিক নজর রাখতে হবে তাদের দিকে। ভারতে ইদানীং যেসব সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা ঘটছে সেজন্য ভারত সরকার ও সে দেশের মিডিয়া সরাসরি বাংলাদেশের দিকেই আঙুল তুলেছে। আসামের হামলার পর বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠন হুজির নাম উল্লেখ করেছে তারা। আমরা মনে করি, ভারত যদি নিরাপত্তা ইস্যুকে আমেরিকার ছত্রছায়ায় নিয়ে আসতে চায় তাহলে কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে সমন্বিত ও সম্মিলিত আঞ্চলিক কৌশল নেই। এক দেশ আক্রমণের শিকার হলে সমাধান না খুঁজে আরেক দেশকে দায়ী করছে। ফলে সমস্যার গোড়ায় না গিয়ে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক বিনষ্ট হচ্ছে। ফলে এগুলো পর্যালোচনা করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে আমাদের আঞ্চলিক কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর এ উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের উদ্যোগে দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশকে সম্পৃক্ত করে নিরাপত্তা বিষয়ক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংগঠনের নাম দেওয়া হয়েছে সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল রিসার্চ ফোরাম। এই অঞ্চলের সন্ত্রাসবাদ দমনে কৌশল নির্ধারণের জন্য আগামী ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হবে। সার্কভুক্ত দেশগুলো ছাড়াও সার্কের পর্যবেক্ষক দেশের সদস্যরাও এই সম্মেলনে যোগ দেবেন। মেজর জেনারেল (অব.) মনিরুজ্জামান, নিরাপত্তা বিশ্লেষক, সভাপতি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজঅনুলিখন : সমীর কুমার দে